ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগঃ বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলো-আপ গবেষণা

সার-সংক্ষেপ

২৫ ফেব্রুয়ারি২০২০

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ: বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলো-আপ গবেষণা

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ার ও অন্যান্য কর্মকর্তা যারা দাপ্তরিক তথ্য দিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, টিআইবি'ররিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ:
বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলো-আপ গবেষণা

সার-সংক্ষেপ

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালউদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার মূল্যায়নসহ দীর্ঘমেয়াদী সংশ্লিষ্টতা, সংলাপ ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবেট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)২০১৬ সালেবাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ওপর একটি মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এই গবেষণার ফলাফল ২০১৬ সালের মার্চে একটি মতবিনিময় সভার মাধ্যমে দুদকেরউর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

২০১৫-১৬ সালে পরিচালিত প্রথম মূল্যায়নের পর দুদকের পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনার জন্য এই ফলো আপ মূল্যায়নটি২০১৯ সালে পরিচালিত হয়েছে। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. দুদকের কার্যক্রম ও উন্নতির ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা;
২. দুদকের কার্যকরতার পেছনে ক্রিয়াশীল সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক সম্পর্কে পর্যালোচনা করা;
৩. দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা পরিচলানার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

১. নথি পর্যালোচনা - আইন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটের তথ্য পর্যালোচনা;
২. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান, দুদকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও দুদক-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম-কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
৩. প্রাথমিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
৪. মতবিনিয় সভা -২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গবেষণার ফলাফল নিয়ে দুদকের চেয়ার, কমিশনার ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা।

এ গবেষণায় দুদকের ভাবমূর্তি ও কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহের মূল্যায়ন কাঠামো বা টুল তৈরি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। এটি একটি বাস্তবসম্মত ও সার্বিক মানদণ্ড সম্বলিত টুল যা দুদকের দুদকের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রণীত।প্রথম দফায় সম্পন্ন গবেষণার ওপর প্রদত্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে এই কাঠামো সংশোধন করা হয়, পূর্বের তুলনায় বেশ কয়েকটি নির্দেশক পরিবর্তন ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুদকের কার্যক্রম মূল্যায়নের এই গবেষণার রেফারেন্স পিরিয়ড ছিল বিগত তিন বছর (২০১৬-২০১৮) এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

স্কোরিং পদ্ধতি

এই মূল্যায়নের ফলাফল ছয়টি মাত্রায় বিভক্ত ৫০টি নির্দেশকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেসব অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়গুলো দুদককে প্রভাবিত করে এবং একইসাথে দুদকের সুনাম এবং প্রকৃত কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এমন নির্দেশক এই মূল্যায়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এসব নির্দেশক দুদকের সক্ষমতা ও কার্যকরতা নিরূপণ এবং বিচ্যুতি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার মত করে তৈরি করা হয়েছে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১: গবেষণার ছয়টি ক্ষেত্র

মূল্যায়নের মাত্রা	নির্দেশক সংখ্যা
১. স্বাধীনতা ও মর্যাদা	৯
২. অর্থ ও মানবসম্পদ	৯
৩. জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার	৯
৪. অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের	৯

৫. প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম	৮
৬. সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক	৬
মোট	৫০

গবেষণার স্কোরিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক নির্দেশকের সম্ভাব্য তিনটি স্কোর - উচ্চ (২), মধ্যম (১) ও নিম্ন (০) দেওয়া যায়, যা তিনটি ভিন্ন রঙ দিয়ে নির্দেশিত।স্কোর দেওয়ার জন্যকিছু পূর্ব-নির্ধারিত শর্ত বা মানদণ্ড রয়েছে। পরবর্তীতে এই স্কোর চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য নির্ধারিত ডাটাবেজে দেওয়া হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়।প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম ক্ষেত্রের (স্বাধীনতা ও মর্যাদা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ১২ (চারটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৮ (৯টি নির্দেশকXপ্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ১২/১৮ X ১০০ = ৬৭%।

ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত সার্বিক স্কোরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে- সার্বিক স্কোর ৬৭%-১০০% এর মধ্যে হলে 'উচ্চ', সার্বিক স্কোর ৩৪%-৬৬% এর মধ্যে হলে 'মধ্যম' এবং সার্বিক স্কোর ০%-৩৩% এর মধ্যে হলে 'নিম্ন'।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

এই গবেষণার মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীত দমন কমিশনের সার্বিক স্কোর ৬০%, যা 'মধ্যম' পর্যায়ের নির্দেশ করে। লক্ষণীয় যে এই স্কোর 'উচ্চ'পর্যায়ের থেকে ৭পয়েন্ট কম, এবং নির্দেশ করে উচ্চ পর্যায়ে প্রবেশ করতে প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। গবেষণার স্কোর অনুযায়ী দুদক ৪২% (২১টি) নির্দেশকের ক্ষেত্রে 'উচ্চ', ৩৬% (১৮টি) ক্ষেত্রে 'মধ্যম'এবং ২২% (১১) নির্দেশকের ক্ষেত্রে 'নিম্ন'স্কোর করেছে। দুদকের 'প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম' শীর্ষক ক্ষেত্র সর্বোচ্চ (৭৫%) স্কোর পেয়েছে, যার পরেই রয়েছে 'স্বাধীনতা ও মর্যাদা' (৬৭%) এবং 'সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক' (৬৭%)।অপরদিকে 'অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের' (৪৪%) বিষয়ক ক্ষেত্রে দুদক সবচেয়ে কম স্কোর পেয়েছে এবং এই বিষয়টি দুদকের কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সারণি ২: পর্যালোচনার সার-সংক্ষেপ: ক্ষেত্র অনুযায়ী নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক								
স্বাধীনতা ও মর্যাদা	প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা	কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ	কাজের আওতা	অধিক্ষেত্র	তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা	প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা	আইনি স্বাধীনতা	কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা	দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার
অর্থ ও মানবসম্পদ	জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার)	চাহিদার সাপেক্ষে বাজেটের প্রতুলতা	বাজেটের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা	কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা	কর্মী বাছাই	তদন্ত ও মামলার দক্ষতা	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দক্ষতা	কর্মীদের প্রশিক্ষণ	কর্মীদের স্থিতিশীলতা
জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার	বার্ষিক প্রতিবেদন	তথ্য প্রদানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাড়া দান	বাহ্যিক পর্যালোচনা কাঠামো	অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কাঠামো	প্রক্রিয়া অনুসরণ	দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ	দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্নীতির অভিযোগের ফলাফল	অভ্যন্তরীণ শুদ্ধাচার কাঠামো
অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের	দুর্নীতির অভিযোগকারীর / তথ্যদাতার অভিগম্যতা	দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	স্বপ্রণোদিত তদন্ত	দক্ষতা ও পেশাদারত্ব	মামলার হার	দণ্ডাদেশের হার	প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত	সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার	দুদকের কর্মক্ষমতা
প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম	দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার	কৌশলগত পরিকল্পনা	দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও উন্নয়ন	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা	প্রতিরোধমূলক সুপারিশ	দুর্নীতির ঝুঁকির ওপর গবেষণা	দুর্নীতিবিরোধী প্রচার-প্রচারণা	অনলাইন যোগাযোগ	
সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক	সরকারের সহায়তায় আস্থা	অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা	আন্তর্জাতিক যোগাযোগ	অন্যান্য দেশের সহযোগিতা	দুদকে প্রাক্তিক গোষ্ঠীর অভিগম্যতা			

চিত্র ১: ক্ষেত্রভিত্তিক ও সার্বিক স্কোর

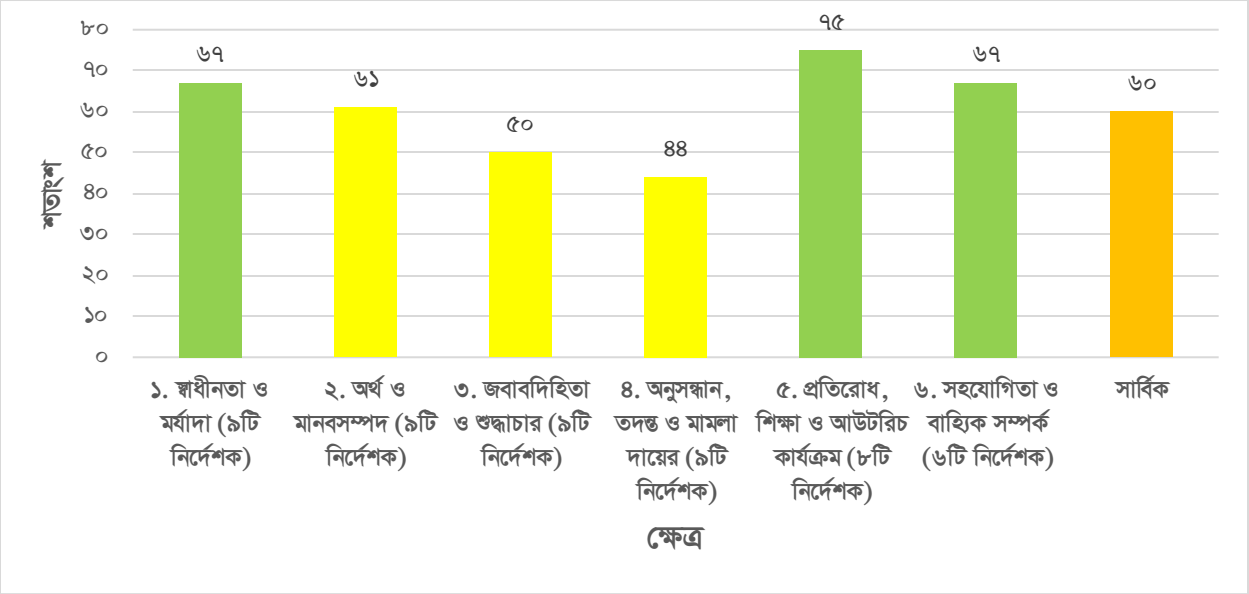

নিচে দুদকের দুর্বল দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ক্ষেত্রঅনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ফলাফল উস্থাপন করা হলো।

স্বাধীনতা ও মর্যাদা

এই ক্ষেত্রের অধীন নয়টি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ', চারটির স্কোর 'মধ্যম', এবং একটি 'নিম্ন' স্কোর পেয়েছে। আইনে আর্থিক বিষয়েদুদককে (সরকারের ওপর বাজেটের জন্য সামান্য নির্ভরশীলতাসহ) পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আইনে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে। দুদকের মোট ১১টি কাজের মধ্যে পাঁচটি কাজ প্রতিকারমূলক ও ছয়টি প্রতিরোধমূলক।এসব কাজের মধ্যে রয়েছে আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও গবেষণা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক চর্চা মূলধারাকরণে সততা বিষয়ক পরামর্শপ্রদান ইত্যাদি। দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ পাঁচবছরের জন্য নিয়োজিত হন এবং আইনে বর্ণিতঅপসারণ পদ্ধতি ছাড়া তাঁদের অপসারণ করা যায় না।

তবে দুদকের কার্যক্রম ও ক্ষমতারব্যবহারের কারণে এর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে দুদক বিরোধী দলের রাজনীতিকদের হয়রানি করা এবং ক্ষমতাসীন দল/ জোটের রাজনীতিকদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় দুদকের কার্যক্রমে। আরও ধারণা করা হয়, দুদক রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয় কারণ দুর্নীতির ঘটনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে এটি নিরপেক্ষ আচরণ দেখাতে সমর্থ হয়নি। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অভিযোগ করেন যে কমিশন পক্ষপাতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সকলের বিরুদ্ধে সমানভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তথ্যদাতাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে তাদের বেশিরভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও কয়েকজন ক্ষমতাসীন দলের সদস্য।

দুদকের অধিক্ষেত্র বা এখতিয়ারের বিষয়ে বলা যায় যে, দুদক সকল সরকারি খাত-সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি নিয়ে কাজ করে এবং বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রে কেবল অর্থ পাচার, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সরকারি কাজে ঘুষ নিয়ে কাজ করে। ২০১৫ সালে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২' সংশোধনের মাধ্যমে শুধু ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অর্থ পাচারের বিষয়টি দুদকের আওতাভুক্ত - এই যুক্তিতে অর্থ পাচার সংক্রান্ত মৌলিক বিষয় যেমন মুদ্রা পাচার, মিস-ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে অর্থ পাচারের মত বিষয় ইত্যাদি দুদকের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। এছাড়া দুদক বিভিন্ন দুর্নীতিপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিবেদন তৈরি ও সুপারিশ করলেও এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষমতা দুদকের নেই।

দুদকের কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতাও কিছুটা সীমিত। কিছু ক্ষেত্রে দুদক সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এছাড়া 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮'-তে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক সম্পর্কিত বিধানটির ফলেও দুদকের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রেসরকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য দুদক নিজস্ব ধারণাপ্রসূত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা থেকে বিরত থাকে।

অর্থ ও মানবসম্পদ

এক্ষেত্রে নয়টি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ', তিনটির স্কোর 'মধ্যম', এবং দুইটির স্কোর 'নিম্ন'। দেখা গেছে বিগত তিনবছরে (২০১৬-১৮) দুদকের বাজেটের গড় অনুপাত জাতীয় মোট বাজেটের ০.০৩১% যেখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ০.২%। যদিও দেখা যাচ্ছে যে দুদকেরপ্রকৃত আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু তারপরও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে যাচ্ছে। যেমন প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার ফলে কর্মীদের কার্যকরতা, দক্ষতা এবং পেশাদারত্বের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। গত তিনবছরে (২০১৬-২০১৮) দুদকের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাজেটের গড়ে ০.৫% প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ১-৩%)। এছাড়াসম্পদের মালিকানার অবৈধ পরিবর্তন, ব্যাংক খাতের দুর্নীতি, সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি ধরনের দুর্নীতি মোকাবেলায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে পর্যাপ্ত মানের ঘাটতি রয়েছে।একইভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও পর্যাপ্ত দক্ষ নয়, এবং বেশিরভাগ সময়ই তারা স্থানীয় কমিটিগুলোর ওপর (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘ) নির্ভর করে।

অন্যদিকে যদিও দুদকের কর্মীরা সরকারি বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও সুবিধা এবং ১০ম গ্রেড ও এর নিচের পর্যায়ের কর্মীরা রেশন ও ঝুঁকি ভাতা পায়, মাসিক বেতন এখনো বেসরকারি পর্যায়ের সাথে তুলনীয় নয়।

জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার

এই ক্ষেত্রের অধীনে নয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটি 'উচ্চ', তিনটি 'মধ্যম' ও তিনটি 'নিম্ন'স্কোর পেয়েছে। দুদকের জবাবদিহিতা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বাহ্যিক কোনো সার্বিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা না থাকা, যেখানে দুদক কেবলরাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে। যদিও নিয়মিতভাবে তদন্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য দুদকের তদারকি ও মূল্যায়ন শাখা রয়েছে, কিন্তু এই কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা নেই। দুদকের বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হলেও এই প্রতিবেদনের ওপর সংসদে কোনো আলোচনা হয় না। এছাড়া দুদক কর্মীরা আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে 'দুর্নীতি দমন কমিশন বিধি ২০০৭' ও 'দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) সার্ভিস বিধি ২০০৮' দ্বারা পরিচালিত হলেও পৃথক কোনো আচরণ বিধি নেই। যদিও ২০১৯ সালে একটি খসড়া তৈরি হয়েছে যা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় নি।

এছাড়া দুদকের ইন্টারনাল করাপশন প্রিভেনশন কমিটি দুদকের কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করে। তবে এক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি থাকে। তবে আইন অনুযায়ী দুদক প্রয়োজন মনে করলে সরকারের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে তদন্ত করার অনুরোধ করতে পারে। অপরদিকে দুদকের বিরুদ্ধে একই ধরনের মামলা সমভাবে না চালানোর অভিযোগ রয়েছে। কোনো অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের কীভাবে অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে দুদক নেতৃত্বের নির্দেশনা ও কিছু ক্ষেত্রে সরকারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বা অবস্থান সম্পর্কে দুদকের ধারণার ওপর। এছাড়া দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলারও অভিযোগ রয়েছে।

কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, প্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইচ্ছার ঘাটতি থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কোনো মামলার ক্ষেত্রে এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত না অজ্ঞতাপ্রসূত সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। খুব কম সংখ্যক অভিযোগকারী (২৫ শতাংশের কম) নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে আগ্রহী।মূলত হয়রানি এড়ানোর জন্য বা প্রতিশোধের ভয় থেকে পরিচয় গোপন রাখা হয় বলে ধারণা করা হয়।

অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

এক্ষেত্রে নয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর 'উচ্চ', দুইটির স্কোর 'মধ্যম', এবং চারটির স্কোর 'নিম্ন'। দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদকের সাড়া প্রদানের হার কম হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে দুদকের অভিযোগবাছাই ব্যবস্থা। দেখা গেছে ২০১৬-২০১৮ সালে মোট ৪৭,৫৪৯টি অভিযোগের মধ্যে ৩,২০৯টি অভিযোগ (৬.৭৫%) অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয় যাআন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে ৬৬ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা। তবে দুদকের মতে অধিকাংশ অভিযোগ দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের মধ্যে পড়ে না। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ২,৩৬৯টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে পাঠানো হয়। এছাড়া দুদক ২০১৬-২০১৮ সালে ৪,০৩৮টি অনুসন্ধানের মধ্য থেকে ৮৪৮টি মামলা (২১%) করেছে (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৭৫ শতাংশের বেশি)। অপরদিকে, গত কয়েক বছরে দুদকের দুর্নীতির মামলায় সাজা হওয়ার হার গড়ে ৪০% থেকে বেড়ে ৫৭.৭%হলেও তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের থেকে (৭৫ শতাংশের বেশি) এখনো কম। গত তিন বছরে (২০১৬-১৮) নিষ্পত্তি হওয়া ৮৫৭টি মামলার মধ্যে মোট ৪৯৫টিতে সাজার রায় হয়েছে।

একই ধরনের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুদকের নিরপেক্ষতার বিষয়ে মানুষের ধারণা খুব ইতিবাচক নয়। দুদকের কর্মকর্তাদের মতে, দুদকের ওপর আস্থার অভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজেরসদস্য ও সাংবাদিকদের মতে দুদককে দুর্নীতি দমনের জন্য

প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও একই ধরনের দুর্নীতির মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি নিরপেক্ষ নয় ।জনগণের ধারণায় দুদক ক্ষুদ্র দুর্নীতির ওপর বেশি মনোযোগী এবং 'বড় দুর্নীতিবাজ' ধরার ক্ষেত্রে দুদকের দৃশ্যমান সাফল্য নেই।

দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পেশাদারত্বওউদ্বেগের বিষয়। সাধারণত দেখা যায়, দুদকের তদন্তগুলো অধিকাংশক্ষেত্রেই আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় না। অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেন ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। মামলা দায়ের ও শাস্তির হার বিবেচনায় দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত এখনো মানসম্মতভাবে দক্ষ ও পেশাদার নয়। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণের (২০১৫ সালে প্রায় ৫৯০ কোটি মার্কিন ডলার) প্রেক্ষিতে দুদকের উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমাণ (জরিমানা ও আটক হিসাবে ২০১৮ সালে ১,৫৩.২৯ কোটি টাকা) উল্লেখযোগ্য নয় ।

প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ

এক্ষেত্রে আটটি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ' এবং চারটির স্কোর 'মধ্যম' ।২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিরোধ, শিক্ষা ও প্রচার কার্যক্রমের জন্য ২৬.৭৯ কোটি টাকা (দুদকের বাজেটের প্রায় ২.৬৫%) বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া দুদক গত তিন বছরে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুপ্রক ও সততা সংঘগুলির মাধ্যমে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। কিন্তু এর প্রচার ও প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য কোনো সমন্বিত পরিকল্পনা নেই। এছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুপ্রক এবং সততা সংঘগুলির মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমগুলো এখনো মূলত উপলক্ষভিত্তিক (যেমন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস ও দুর্নীতি দমন সপ্তাহ পালন করা) এবং আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির। এছাড়া দুদকের পাঁচবছরমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০১৭-২০২১) জোর দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কৌশল অনুসৃত হয় নি, এবং দুদকের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম স্থানীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া দুদকের এ বিষয়ক বার্ষিক পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় না।

দুদকের নিজস্ব গবেষণা শাখা গঠনের বিষটি প্রক্রিয়াধীন। তবে ২০১৮ সালে দুদক প্রথমবারের মতো দুর্নীতির ওপর তিনটি গবেষণা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নিলেও এখনো কোনো গবেষণা প্রকাশিত হয় নি। দুদকের একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট থাকলেও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না এবং দুদকের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার সীমিত।

সহযোগিতা এবং বাহ্যিক সম্পর্ক

এক্ষেত্রে ছয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর 'উচ্চ', দুইটির স্কোর 'মধ্যম', এবং একটির স্কোর 'নিম্ন'। প্রান্তিক জনগণকে (বিশেষ করে নারী ও সংখ্যা লঘু জনগোষ্ঠী) সেবা প্রদানের জন্য দুদকের কোনো লক্ষ্য,কৌশল এবং মানদণ্ড নেই। এছাড়া দুদক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যভেদে কোনো প্রকার তথ্যও সংগ্রহ করে না।

দুর্নীতি দমনে দুদকের প্রতি সরকারের সহায়তায় আস্থা মধ্যম মানের। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে "শূন্য সহনশীলতা"র ওপর জোর দেওয়া হলেও সরকারের কোনো কোনো উদ্যোগের মাধ্যমে দুদকের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে আশঙ্কা রয়েছে। যেমন 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮'-তে সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দুদক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয় বলে ধারণা রয়েছে। অপরদিকে, দুদক ও অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত সহযোগিতা রয়েছে। ভুটানের দুর্নীতি দমন কমিশন ও রাশিয়ান ফেডারেশনের ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির সাথে দুদকের সমঝোতা স্মারক হয়েছে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারতের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে দুদক নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে দুদকের শক্তিশালী দিকগুলো হচ্ছে এর প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, কাজের আওতা, আইনি স্বাধীনতা, কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়। আর্থিক ও মানবসম্পদের ক্ষেত্রে দুদকের বাজেটের পর্যাপ্ততা, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া তাদের ভালো কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থা এবং স্থায়ী কর্মী বাহিনী রয়েছে। অপরদিকে জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুদক বার্ষিক প্রতিবেন তৈরি করে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করে এবং নিজেদের কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, স্বপ্রণোদিত তদন্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সক্ষমতা ও ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুদকের প্রতিরোধ, শিক্ষা ও বহির্মুখী কার্যক্রমটি বেশ শক্তিশালী। দুর্নীতি প্রতিরোধ শিক্ষা ও উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ এবং প্রচারণাসহ নানা প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি রয়েছে। অংশীজনদের সাথে সহযোগিতা এবং বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুদকের অন্যান্য শুদ্ধাচার নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও'র সাথে সহযোগিতা রয়েছে এবং দুদক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখে।

দুদকেরদুর্বলতার মধ্যে রয়েছে জাতীয় বাজেটের তুলনায় বাজেট বরাদ্দের অনুপাত যা অপর্যাপ্ত। দুদকের বাহ্যিক কোনো পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নেই এবং দুদকের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগ বিদ্যমান। অভিযোগকারীরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশে আগ্রহী নয় যা দুদকের প্রতি তাদের আস্থাহীনতা বা নিরাপত্তাহীনতা বোধের নির্দেশ করে। দুর্নীতির অভিযোগের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে দুদকের দুর্বলতা রয়েছে। এছাড়া অভিযোগ দায়েরের হারের তুলনায় মামলা দায়েরের হার কম। নারী ও দরিদ্রসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিশেষ চাহিদা মেটানোর কোনো কাঠামো নেই। সার্বিকভাবে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণা খুব আশাব্যঞ্জক নয় এবং এটি আস্থাহীনতাকেই নির্দেশ করে।

২০১৬ সালে করা দুদকের প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন সার্বিকভাবে ৬১.২২% স্কোর পেয়েছিল যা মধ্যম পর্যায়ের ছিল। পূর্ববর্তী স্কোর বিবেচনায় এবার তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। দুদক কর্মী নির্বাচন, অভিযোগ দায়েরের অভিগম্যতা, শাস্তির হার, দুর্নীতির ঝুঁকি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রচার-প্রচারণা, অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা এই নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছে। অপরদিকে, দুদকের ক্ষমতার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার, তদন্ত ও মামলা করায় দক্ষতা, দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দক্ষতা ও পেশাদারত্ব, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের বাজেট, সরকারের সহায়তায় আস্থা এই নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে স্কোর কমেছে। এছাড়া দুদক বাজেটের অনুপাত এবং বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নির্দেশকে পূর্বের তুলনায় কম স্কোর পেয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশে অনাগ্রহ, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, সরকারের সহায়তায় আস্থা, দুদকের কর্মক্ষমতা, দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ইত্যাদি নির্দেশক 'নিম্ন' বা 'মধ্যম' স্কোর পেয়েছে, যা দুর্নীতি হ্রাসে দুদক ও সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি নির্দেশ করে। তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দক্ষতা ও পেশাদারত্বের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ ও মামলা পরিচালনার জন্য আরও বরাদ্দ বাড়াতে হবে, এবং এজন্য দুদকের বাজেট চাহিদা ও বরাদ্দ আরও সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন।

দুদকের প্রধান দুইটি ম্যান্ডেটের মধ্যে প্রতিরোধকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে দুর্নীতি দমন দুর্বল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান।

সুপারিশ

স্বাধীনতা ও মর্যাদা

১. **সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন:** দুদকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন (দুদক আইন ২০০৪, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮) সংশোধন করে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:
   - দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ আরও স্বচ্ছ করার জন্য নিয়োগের পূর্বে বাছাইকৃতদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করা, তাদের নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা ও তা সম্প্রচার করা;
   - অর্থপাচার ও ব্যক্তিমালিকানাসহ বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে দুদকের কাজের আওতাভুক্ত করা;
   - বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দুদকের সুপারিশকে বাধ্যতামূলক করা;
   - উচ্চতর শুদ্ধাচার ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিটি তৈরি করা যার সদস্যরা দুদকের কার্যক্রম তদারকি, নিয়মিত মূল্যায়ন ও দিক-নির্দেশনা দেবেন;
   - পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার না করার বিধান রহিত করা।

অর্থ ও মানবসম্পদ

২. **বাজেট:** নিম্নলিখিত কার্যক্রমের জন্য দুদকের বাজেট বাড়াতে হবে:
   - অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ
   - দুদক কর্মীদের প্রশিক্ষণ
   - প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (যেমন গণশুনানি, গবেষণা ইত্যাদি)
   - সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ।

৩. **দক্ষ কর্মী:** অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪. **প্রশিক্ষণ:** দুদকের কর্মী বিশেষকরে যারা তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও প্রতিরোধের কাজে জড়িত তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং দুদকের প্যানেল আইনজীবী বিশেষকরে জেলা পর্যায়ের আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার

৫. **প্রক্রিয়া অনুসরণ:** একই ধরনের দুর্নীতির মামলার ক্ষেত্রে দুদককে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, এবং এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৬. **আচরণ বিধি প্রণয়ন:** দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত ও বিশেষায়িত আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এখানে দুদক কর্মীদের সম্পত্তির ঘোষণা, স্বার্থের সংঘাত, উপহার ও সেবা, চাকরি-পরবর্তী বাধা-নিষেধ, আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা, অন্যান্য অসদাচরণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

৭. **দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ:** দুদককে অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ বাছাই কী মাপকাঠিতে হচ্ছে এবং কোনো অভিযোগ কেন গ্রহণ করা হলো না তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হবে।

৮. **মামলা করার হার:** দুদককে তার মামলার হার বাড়ানোর জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে:
   - দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে সঠিক অনুসন্ধান পরিচালনা, পদ্ধতিগত ভুল না করা, মামলা দায়েরের পূর্বে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা;
   - দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সময় এবং গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদককে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ কর্মীদের চিহ্নিত করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান এবং মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
   - প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ফলো-আপ এবং প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৯. **দক্ষতা ও পেশাদারত্ব:** দুদককে আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষ করতে হবে, এবং এই কাজ করার সময় পেশাদরত্ব ও উৎকর্ষের প্রমিত মান বজায় রাখতে হবে।

১০. **সাজার হার বৃদ্ধি:**দুর্নীতির মামলায় দোষীদের সাজার হার কীভাবে বাড়ানো যায় সেজন্য দুদককে তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের পূর্বে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি করতে হবে। দুদককে আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনবোধে বেশি ফি প্রদান করে হলেও মামলায় ভালো আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **সম্পদ পুনরুদ্ধার:** দুদককে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধমূলক, শিক্ষামূলক ও আউটরিচ কার্যক্রম

১২. **প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম:** বার্ষিক প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুদককে এর পাঁচ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে।

১৩. **গবেষণা:** দুদককে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ এবং দক্ষ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে তার গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট এবং অবস্থা চিহ্নিত করতে নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। দুদকের কার্যক্রমের কার্যকরতা বিষয়ে জনগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য জরিপ এবং গবেষণার কাজ হাতে নিতে হবে।

১৪. **জনগণের আস্থা:** দুদকের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার জন্য দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে, দুদকের কমিশনার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আয়, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে, "শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্তদের" বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময় অনুযায়ী তদন্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক

১৫. **অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতা:** দুদককে অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত:** দুদককে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে তাদের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

****